# জয় বাংলা মুজিবর

ইয়াহিয়ার চিচিংফাঁক
ইন্দিরা মুজিবর জিন্দাবাদ
বিশ্ব জুড়ে উঠল ডাক
ভুট্টাবেটা লাগায় তাক

লেখক—মহাদেব সাহা ও

প্রকাশক—সাধন সাহা
সাং—গঙ্গাধরপুর. পোষ্ট— লিয়া বয়ড়া
জেলা—নদীয়া

মূল্য দশ পয়সা

॥ কবিতা আরম্ভ ॥

শুনেন এবার শ্রোতাগণে শুনেন দিয়া মন,
ইয়াহিয়ার পতন হল শুনুন সর্ব্বজন।
পশ্চিম পাকিস্তানে ২ খুসী মনে লড়াই বন্ধ হল,
পূর্ব্ববঙ্গ একেবারে দখল হইয়া গেল।
ইন্দিরার বুদ্ধি ভারী ২ দেখতে পারি শুনুন ভাই সবে,
স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে উল্লাসে উঠে মেতে।
আনন্দে মাতোয়ারা ২ দেশ ভরা বাঙ্গালীদের ভাই,
রাস্তা ঘাটে মিছিল চলছে দেখতে তব পাই।
এইবার ইন্দিরা ২ পাকাহিরা বুদ্ধিমতি বটে,
ভারতের জওয়ানদেরে পাঠাইল তাতে।
পূর্ব্ববঙ্গ দখল কর ২ নাহি ছাড় শত্রুদের এখন,
গোলা বারুদ অভাব নাই জানাই বিবরণ।
দেখি অকারণে ২ নানা স্থানে বিহারী হানাদার,
জনগণের উপর চালায় নির্ম্মম অত্যাচার।
আরো গুলি করে ২ বহু মরে সাধারণ লোক,
সে দৃশ্য দেখিয়া দুঃখে ফেটে যায় বুক।
আরো পথে ঘাটে ২ নদী পাড়ে পড়ে আছে লাস,
পূর্ব্ব বাংলা জুড়ে দেখি উঠি সন্ত্রাস।
পশ্চিমী হানাদার ২ নারীদের নির্য্যাতন করে,
মায়ের কোল হতে শিশুকে আছাড় দিয়া মারে।
আরও বাপের সামনে ২ খুসী মনে মেয়ের উপর,
পাশবিক অত্যাচার করে ঐ সব বর্ব্বর।

সে সব বিভীষিকা ২ মরীচিকা লেখার সাধ্য নাই,
ইতিহাস এমন নজীর কভূ শুনতে নাহি পাই।
হিটলারের অত্যাচার ২ ওরা করেছিল ম্লান,
নর পিশাচরূপে দেখা দিল ইয়াহিয়া খান।
আর পূর্ব্ববাংলায় ২ দেখা যায় রক্তের হোলি খেলা,
ইয়াহিয়ার গলে দেখি লক্ষ মুণ্ডের মালা।
মুজিব বাহিনী ২ আঘাত হানে আগাইয়া যায়,
জয় বাংলা বলে তারা জয় নিশান উড়ায়।
আরও ইয়াহিয়া ২ জাত বেহায়া জাতিতে পাঠান,
বাঙ্গালীদের ধ্বংস করতে চালান অভিযান।
আরো ভূট্টোবেটা ২ রামপাঠা শয়তানের চর,
ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্য পাঠায় বাংলাদেশের পর।
কার্য্য বৃথা গেল ২ বিফল হল ইয়াহিয়ার বাণী,
ইয়াহিয়া কোথায় গেল ধরে আন এখনি।
এই কথা শুনে ২ ইয়াহিয়া পালাইয়া যে গেল,
ভুট্টোবেটা গ্যাড়াকল শুরু যে করিল।
এ সব গ্যাড়াকল ২ মহাছল কেন করছ ভাই,
যুদ্ধক্ষেত্রে নামলে আবার রক্ষা কিন্তু নাই।
ইহা নাহি হইবে ২ না শুনিবে বাঙ্গালী সকল,
বাঙ্গালীদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিতেছে কেবল।
জাগো বাঙ্গালী ভাই ২ বাংলা চাই স্বাধীনতার তরে,
বাংলাদেশে স্বাধীনতা আসিয়াছে ফিরে।

তাই ভারতের বীর ২ স্থির ধীর জওয়ানের দল,
পাকিস্তানকে জব্দ করতে করিল কৌশল।
তারা আঘাত হানে ২ যেইখানে গোলাবারুদ আছে,
সামরিক জিনিষের উপর আঘাত হানিয়াছে।
কিন্তু রক্তলোভী ২ দানব সবাই উল্টো চাল চালে,
কাশ্মীর হতে পাঞ্জাব এসে হঠাৎ হানা দিলে।
অমৃত সহরেতে ২ একদিন রাতে বোমা বর্ষণ করে,
বহুলোক সেইখানেতে আক্রমনে মরে।
মোদের জওয়ান ভাই ২ দেখতে পাই মাতৃভূমির তরে,
অগ্রসর হইয়া চলে জীবন তুচ্ছ করে।
তারপর বহুগ্রাম ২ অবিরাম দখল করে নেয়,
শত্রুদের ট্যাঙ্ক বিমান ধ্বংস করে দেয়।
হিন্দু মুসলমান ২ বৌদ্ধ খৃষ্টান আমরা ভাই ভাই,
শিখ মারাঠি কারো প্রাণে ভেদাভেদ নাই।
আমরা ভারতবাসী ২ ধরব অসি মাতৃভূমির তরে,
বিশ্বের কোন শক্তি নাই মোদের জব্দ করে।
ইয়াহিয়ার অবিচার ২ চমৎকার দেখতে তব পাই,
আম্বালা এক হাসপাতালে বোমা ফেলে তাই।
তারপর বাড়ী ঘরে ২ বোমা ফেলে ধ্বংস করে দেয়,
নিরীহ মানুষের প্রাণ ছিনাইয়া নেয়।
খেয়ে রাম ঠেলা ২ জঙ্গী মোল্লা হইল বেহুস,
তার কাছে তাই শত্রু হল সাধারণ মানুষ।

পূর্ব্ব বাংলার লোক ২ তাদের দুঃখ সদা দেখতে পাই
তোমার প্রতি আস্থা তাদের একটুও নাই।
তাইত আন্দোলন ২ সর্ব্বক্ষণ পূর্ব্ব বাংলায় হয়,
পূর্ব্ব বাংলার লোক তোমাকে জঙ্গী শাসক কয়।
তোমার অত্যাচার ২ তাদের আর জানতে বাকী নাই,
মিথ্যাবাদী প্রতারক শয়তানের গোঁসাই।
ইয়াহিয়া ভারী চালাক ২ হই অবাক আজব চাল দেখে,
গুরু কিন্তু মানল তিনি আমেরিকাকে।
কিন্তু নিজের চেলা কাঁচকলা ভুট্টো জঙ্গীকে,
পাঠাইয়া দিল যে বেটা চীনা গুরুর দিকে।
এদের মতলব খারাপ ২ করবেন মাপ আমি বলে যাই
দুদেশের শক্তি নিয়ে করতে চাই লড়াই।
মনে এই ভাবিয়া ২ দুজন গিয়া দুই কুল ধরে,
একই রকম মতলব কিন্তু তাহাদের অন্তরে।
কিন্তু আমেরিকা ২ কেমন বোকা ভেবে নাহি পাই,
ইয়াহিয়ার ছলনায় তারা ভুলে গেল ভাই।
তারপর ভুট্টোবেটা ২ রামপাঠা কাণ্ডজ্ঞান নাই,
ডাকাতের সর্দ্দার তিনি দেখতে তব পাই।
গিয়ে পিকিংতে ২ চৌ এন লাইয়ের সাথে পরামর্শ করে,
নাক বোচা ঐ চীনা নারীর প্রেমে দেখি পড়ে।
কিন্তু চীনা ড্রাগন ২ সর্ব্বক্ষণ নিজ স্বার্থের তরে,
কন্যা দিয়া ভুট্টোর সাথে আত্মীয়তা করে।

তারা যুক্তি করে ২ তারপরে মন স্থির করে,
গোপনেতে দেখি ভাইরে অভিসন্ধি করে।
এ সব মহাসন্ধি ২ করছ বন্দী মুজিবরকে ভাই,
মুজিবরকে বন্দী রেখে যুদ্ধ চালাবে তাই।
ইহা নাহি হবে ২ না চলিবে বুঝে নিও দিলে,
যুদ্ধের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে তলে তলে।
এসব ছেড়ে দিয়ে ২ পালাও গিয়ে সাবধান করি তাই,
নইলে ইয়াহিয়ার মত মরতে হবে তোমাকে জানাই।
ভূট্টা চালাক ভারি ২ জানতে পারি আজব চাল চালে
তলে তলে মহাকল চালায় এইবারে।
তারপরে ভারতেরে ২ কাবু করে ফাদে ফেলে দিব,
একে একে ভারত ভূমি গ্রাস করিয়া নিব।
আরও শুন বলি এই দালালী কভূ চলিবে না,
ভূট্টোর ক্ষেতে ভূট্টো ফলতে আরত দিব না।
এইবার অসি ধরলে ২ ভূট্টাকে পাঠা বলি দেব,
বারে বারে সব জ্বালাতনের দুঃখ তুলে নিব।
জানি তলে তলে ২ এর মূলে আছে আরেকজন,
নিক্সন নাম তার শুনেন সর্ব্বজন।
দুষ্ট বিশ্বাসঘাতক ২ মহাপাতক শকুনী হয়ে,
চক্রান্ত করিল তিনি পাকিস্তানে গিয়ে।
বলে ভূট্টার সনে ২ খুব গোপনে হানাদার পাঠাও,
ছলে বলে কাশ্মীর রাজ্য দখল করে নাও।

এবার ভুট্টাবেটা ২ রামপাঠা শয়তানের চর,
মুজিবরের সঙ্গে যুক্তি করিল পর পর।
কিন্তু কোন যুক্তি না পায় উক্তি ভুট্টাবেটা ভাই,
মুজিবরকে মুক্তি দিয়া ঠেলা খাচ্ছে তাই।
পশ্চিম পাকিস্তানে ২ খুসি মনে বিক্ষোভ শুরু হল,
নিরুপায় হইয়া ভুট্টা আবার ফন্দি চালাইল।
বলে মুজিবরে ২ বারে বারে করে যে বিনয়,
জয় বাংলা নাম ভুলে পাকিস্তান কয়।

সুর—প্যারোডি

ওগো ভুট্টো খাঁ ওকে আজ সরে যেতে বলনা
মুজিবরের সঙ্গে যুদ্ধ করব না করব না
প্রাইভেটে এই কথা বলনা
চারিধারে ঋণের দায়ে মরি আমি লাজে,
ধারের জন্য যার কাছে যাই ল্যাঙ মারে লজে।
আমার এই দুঃখের কথা কেন সে বোঝে না,
তুই একবার মুজিবের কাছে চল না।
কর্ম্মচারী মাহিনার জন্য আসছে শত শত,
স্তোব বাক্য দিয়ে তাদের বুঝাইব কত।
আমার এ কথা তারা মানে না মানে না,
ও ভুট্টোগো তুই একবার বুঝাইয়া বল না।
রাস্তা পেলে পালাইতাম বলি তোর ঠাই
ইহা ছাড়া অন্য উপায় আর আমার নাই।
হজ করতে যেতে মোর মনে ছিল বাসনা,
ও ভুট্টোগো আমার সঙ্গে চল না।

গান — কিনাম ডেকে

ইয়াহিয়া খান বড় বেইমান
বাঙ্গালীদের মেরে মেরে করিলেন শ্মশান।
যশোহরে নাই বেশী আর হিন্দু মুসলমান,
স্ত্রীর সামনে গুলি করে বধ স্বামীর প্রাণ।
কোলের ছেলে কেড়ে নিয়ে নদীতে ভাষাণ,
জনশূন্য করে দিলেন সোনার চট্টোগ্রাম।
নাই কি কভূ এদের কাছে প্রাণের কোন দাম,
সত্যিই কি এদের প্রাণ পাষাণে নির্মাণ।
মানুষ মেরে ধ্বংস করে তুলে যে নিশান।

সুর—ভাটিয়ালী

মুজিব বাইয়া যাওরে অকূল দরিয়ার মাঝে,
তোমার ভাঙ্গা নাওরে মুজিব বাইয়া যাওরে।
জয় বাংলা বাংলা বৈলারে মাঝি বাদাম দাও তুলিয়া,
ইন্দিরাগান্ধীর নাম লইয়া নৌকা দাও ছাড়িয়া মাঝিরে।
কোথায় গেলা কোথায় রইলা দেখা দাওনা আসিয়া,
ওযে দেশের বন্ধু দেশে এল দেখে যাও আসিয়া।
ইন্দিরাগান্ধীর নাম লইয়া নৌকা দেও ছাড়িয়া মাঝিরে,
বঙ্গবন্ধু মুক্তি হইয়া দেশে আইল ফিরে।
ওযে হাব তুলিয়া নৌকা ছাড় করুণ স্বরে বাজাও বাশী,
মুজিবরের মুক্তি হল দেখ বাংলাবাসীরে।